২৩-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার শ্রীমতে চললে কেউ তোমাদের দুঃখ দিতে পারবেনা, তোমাদের দুঃখ -সমস্যার কারণ রাবণের, তোমাদের রাজধানীত তার কোনও অস্তিত্ব থাকেনা ।"

প্রশ্নঃ - এই জ্ঞান যজ্ঞে তোমরা বাচ্চারা কিসের আহুতি দাও ?

উত্তরঃ - এই জ্ঞান যজ্ঞে তোমরা কোনো তিল যবের আহুতি দাওনা, এই যজ্ঞে দেহসহ তোমাদের যা কিছু আছে সেইসব আহুতি দিতে হবে অর্থাত্ বুদ্ধি থেকে সবকিছু তোমাদের ভুলিয়ে দিতে হবে । পবিত্র থাকে তেমন ব্রাহ্মণরাই একমাত্র তা' করতে পারে । যারা পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে পারে তারাই আবার সেই দেবতায় পরিণত হয় ।

গীতঃ- তোমায় খুঁজে পেয়ে, মোরা পেয়েছি সকলই ধন .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বাবার কাছে এসেছে । নিশ্চিত, যে বাচ্চারা তখনই আসবে যখন তারা তাঁকে চিনে জেনে 'বাবা' বলে ডাকবে । তা নাহলে তারা এখানে আসতে পারেনা । বাচ্চারা বোঝে যে, তারা বেহদের নিরাকার বাবার কাছে যায় । তাঁর নাম শিববাবা । তাঁর নিজের কোনো শরীর নেই, কেউই তাঁর শত্রু হতে পারেনা । এখানে শত্রুতা হলে শাসককেও মেরে ফেলে । গান্ধীকে মারতে পেরেছিল কারণ তাঁর তো শরীর ছিল । বাবার তো নিজের কোনও শরীরই নেই ! এমনকি তারা যদি আমাকে মারতেও চায়, মৃত্যু তারই হবে যার শরীরে আমি প্রবেশ করেছি । আত্মাকে কেউ মারতে বা কাটতে পারেনা । যারা আমাকে যথার্থ রূপে জানে, আমি তাদের রাজ্যভাগ্য দিই । যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন সেই রাজ্যভাগ্যকে না পারে কেউ জ্বালাতে, আর না পারে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে ! তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী রাজত্বের উত্তরাধিকার নিতে এসেছ । সেখানের রাজধানীতে কেউ কারও জন্য দুঃখ বা সমস্যা উত্পন্ন করতে পারেনা, সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ হয়ই না । সমস্ত সমস্যার কারণ, রাবণ । রাবণকে দশ মাথাসহ দেখানো হয় । তারা রাবণের দশটা মাথা দেখায়, মন্দোদরীর নয় । তারা সহজেই বলে দেয় সে রাবণের স্ত্রী ছিল । এখানে রাবণ রাজ্যে তোমাদের কষ্ট হতে পারে, সেখানে রাবণের কোনও স্থান নেই । বাবা নিরাকার ! কেউ তাঁকে মারতে বা কাটতে পারেনা । তোমাদেরও এইরকম তৈরি করেন যাতে তোমাদের শরীর থাকা সত্ত্বেও কোনও দুঃখ না হয় ! অতএব, তোমরা অবশ্যই এমন বাবার মত অনুসরণ করো ! কেবল বাবা জ্ঞানের সাগর, এই জ্ঞান অন্য কেউ দিতে পারেনা । তিনি ব্রহ্মার মাধ্যমে সকল শাস্ত্রের সার বোঝান । ব্রহ্মা শিববাবার বাচ্চা । এমন নয় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছেন । তোমরা যদি নাভির কথাই বলো, তাহলে তিনি শিবের নাভিপদ্ম থেকে বেরিয়েছেন । তোমরাও শিবের নাভিপদ্ম থেকে বেরিয়েছ । অন্যান্য সব ছবি রং । একমাত্র বাবাই রাইটিয়াস (ন্যায়পরায়ণ) । রাবণ তোমাদের আনরাইটিয়াস বানায় । এটা খেলা । এই খেলাকে একমাত্র তোমরা জানো, কবে রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে, কিভাবে ধীরে ধীরে মানুষের পতন হতে হতে পতিত হয়ে গেছে, ওপরে কেউ চড়তে পারবেনা । তারা বাবার কাছে যাওয়ার যে পথ দেখায় তা' তোমাদের আরও জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায় , কারণ তারা রাস্তা জানেই না ; না জানে তারা বাবার ঘরে যাওয়ার রাস্তা আর না জানে স্বর্গের ! যে সব গুরু ইত্যাদি আছে সবাই হঠযোগী, তারা তাদের ঘর-সংসার ছেড়ে দেয় । বাবা তোমাদের ঘর ছাড়তে বলেননা । তিনি বলেন, পবিত্র হও । কুমার-কুমারীরা পবিত্র । দ্রৌপদীরা চিত্কার করে ডাকে,

বাবা বাঁচাও ! আমরা পবিত্র হয়ে কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাই । কুমারীরাও ডাকে, বলে, মা -বাবা আমাদের মর্মপীড়ার কারণ, আমাদের মারছে, বলছে আমাদের বিবাহ করতেই হবে । বিয়ের আগে মা-বাবা কন্যাদের পায় পড়ে, কারণ তারা নিজেকে পতিত আর কন্যাকে পবিত্র মনে করে । তারাও ডাকে, হে পতিতপাবন এসো ! বাবা এখন বলেন, কন্যারা অপবিত্র হয়োনা । তানাহলে আবারও ডাকতে হবে । তোমাদের নিজেদের বাঁচাতে হবে । তোমাদের পবিত্র বানাতে বাবা এসেছেন ! বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি । অতএব, তোমাদের পবিত্র হতেই হবে । পতিত হলে পতিত অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু হবে এবং স্বর্গসুখ লাভ করতে অসমর্থ হবে । স্বর্গে প্রচুর আনন্দ যা মনকে তৃপ্ত করে ; সেখানের মহলগুলো হীরে -জহরতে জড়ানো । সেই একই রাধাকৃষ্ণ পরে লক্ষ্মী নারায়ণ হন, সুতরাং, তাঁদেরও এতটাই ভালোবাসতে হবে । আচ্ছা, লোকে কৃষ্ণকে ভালোবাসে কিন্তু রাধাকে কেন অদৃশ্য করে দিয়েছে ? তারা কৃষ্ণকে দোলায় দুলিয়ে তাঁর জন্মোত্সব পালন করে । মাতারা কৃষ্ণকে অতিশয় ভালোবাসে, কিন্তু রাধাকে তেমন নয় । ব্রহ্মা, যিনি কৃষ্ণ হতে যাচ্ছেন তাঁর এত পূজা হয়না । তারা জগদম্বাকে অনেক পূজা করে । তিনি সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা । আজমেঢ়ে একমাত্র আদি দেব ব্রহ্মার মন্দির আছে । মাম্মা জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । তোমরা জানো, তিনি ব্রাহ্মণ । তিনি স্বর্গের প্রথম দেবী নন । নন কোনও অষ্টভুজাধারিণী ! মন্দিরে তাঁকে অষ্টভুজা সমেত দেখানো হয়েছে । বাবা বলেন, মায়ার রাজ্যে মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নেই । এক এবং একমাত্র বাবা সত্য, যিনি মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে সত্য বলেন । জাগতিক ব্রাহ্মণের থেকে কাহিনী শুনতে শুনতে তোমরা এই অবস্থাতে পৌঁছে গেছ ! মৃত্যু এখন তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে । গোটা ঝাড় যখন জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছাবে, তখন কলিযুগের অন্তে কল্পের সঙ্গমযুগে আমি আসি । আমি যুগে-যুগে আসিনা ! আমি রক্তমাংসে গঠিত মত্স্য, কচ্ছপ, বরাহের দেহযুক্ত হয়ে এখানে আসিনা । আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় কণায় থাকিনা ! তোমরা আত্মারাও কণায় কণায় থাকনা তবে আমি কিভাবে থাকতে পারি ! তারা বলে, মনুষ্যাত্মা জানোয়ারের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু তারা এত রকম প্রজাতি যে তোমরা তাদের গুনতেও পারবেনা ! বাবা বলেন, রাইট বিষয় আমি তোমাদের জানাচ্ছি । এখন জাজ করো, ৮৪ লাখ জন্ম কি সত্য নাকি এটা মিথ্যা ? এই মিথ্যা দুনিয়ায় সত্য কিভাবে আসবে ? সত্য তো একটাই হয় ! বাবাই এসে সত্য অসত্যের নির্ণয় করেন । মায়া সবাইকে অসত্য বানিয়ে দিয়েছে । বাবা এসে সবাইকে সত্য বানান । এখন জাজ করো, রাইট কে ? তোমাদের যে এত গুরু-গোঁসাই আছে তারা রাইট নাকি এক বাবা রাইট ? এক রাইটিয়স (ন্যায়পরায়ণ) বাবা এসে রাইটিয়স দুনিয়ার স্থাপনা করেন । সেখানে অন্যায় অনিয়মের কাজ কিছু হয়ই না । সেখানে কেউ বিষের বশে হয়না । তোমরা বুঝতে পারছ, আমরা ভারতবাসী অবশ্যই দেবী-দেবতা ছিলাম । আমরা এখন পতিত হয়েছি । মানুষ চিত্কার করে ডাকে, হে পতিতপাবন এসো ! রাজা, রাণী, প্রজা সকলেই পতিত এবং সেই কারণেই তারা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে । ভারতে পবিত্র রাজারা ছিল । এখন তারা অপবিত্র হয়ে গেছে ; তারা পবিত্রের পূজা করে । বাবা এসে এখন তোমাদের মহারাজা মহারাণী তৈরি করছেন । অতএব, তোমাদের পুরুষার্থ করা উচিত্ । অষ্টভুজাধারী কেউ হয়না ! লক্ষ্মী-নারায়ণও দ্বিভুজা ! ছবিতে তারা নারায়ণকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং রাধাকে গৌরবর্ণ দেখিয়েছে । এখন একজন পবিত্র আর একজন অপবিত্র কিভাবে হতে পারে ! সুতরাং,ছবি তো মিথ্যাই হলো, তাইনা ! বাবা বোঝান যে, রাধাকৃষ্ণ উভয়েই সুন্দর ছিলেন । তারপরে কামচিতায় বসে উভয়েই অসুন্দর হয়ে গেছে ! তাঁদের একজন সুন্দর আর একজন অসুন্দর হতে পারেনা । কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয় ! রাধাকে শ্যামসুন্দর কেন বলা হয়না ? কেন এই পার্থক্য ? যুগল তো একইরকম হওয়া উচিত্ ! এখন তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে আছ, তবে কেন আর কাম চিতায় বসতে যাও ? তোমাদের

বাচ্চাদেরও এই পুরুষার্থ করাতে হবে, আমরা জ্ঞান চিতায় বসেছি ; তাহলে তোমরা কেন কাম চিতায় বসতে চাইছ ? যদি স্বামী জ্ঞান নিয়েছেন কিন্তু স্ত্রী নেননি সেক্ষেত্রেও ঝগড়া বেঁধে যায় । এই যজ্ঞে বহু বিঘ্ন উত্পন্ন হয় । এই জ্ঞানের ব্যাপ্তি সীমাহীন ! যে সময়ে বাবা প্রথম এসেছিলেন তখনই এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ শুরু হয়েছিল । যতক্ষণ না তোমরা ব্রাহ্মণ হচ্ছ ততক্ষণ দেবী-দেবতা হতে পারছনা । নির্দেশানুসারে পতিত শূদ্র থেকে পবিত্র দেবী-দেবতায় পরিবর্তিত হতে, তোমাদের ব্রাহ্মণ হতে হবে । ব্রাহ্মণই যজ্ঞ রক্ষা করে, এই যজ্ঞে তোমাদের পবিত্র হতে হবে । যাই হোক, অন্যান্যদের মতো তোমাদের তিল, যব ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবেনা । সমস্যায় পড়লে মানুষ যজ্ঞ রচনা করে । তারা বিশ্বাস করে যে, ভগবানও এই একইরকম যজ্ঞ রচনা করেন । বাবা বলেন, এটা জ্ঞান যজ্ঞ যেখানে তোমরা আহুতি দাও ! দেহ সহ যা কিছু আছে সব আহুতি দিতে হবে । এতে তোমাদের পয়সা ইত্যাদি দেওয়ার নেই, সবকিছু স্বাহা করে দিতে হবে । এই সম্বন্ধে একটা গল্প আছে : দক্ষ প্রজাপিতা যজ্ঞ রচনা করেছেন, এখন প্রজাপিতা তো এক ব্রহ্মা ! তাহলে দক্ষ প্রজাপিতা কোথা থেকে এলেন ? বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ রচনা করেন । তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ এবং তোমরা দাদার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করো । তোমরা বলো যে, তোমরা শিববাবার কাছে এসেছ থ্রু ব্রহ্মা । এটা শিববাবার পোস্ট অফিস । তোমরা চিঠিও লেখ টু শিববাবা থ্রু ব্রহ্মা । বাবার অধিষ্ঠানও এই ব্রহ্মার মধ্যে । এই সমস্ত ব্রাহ্মণ পবিত্র হওয়ার জন্য জ্ঞান যোগ শিখছে । তোমরা এইভাবে বলবে না যে, আমরা পতিত নই । আমরা পতিত কিন্তু পতিতপাবন আমাদের পবিত্র বানাচ্ছেন । কোন মানুষই পবিত্র নয়, সেইজন্যেই তারা গঙ্গাস্নানে যায় । এখন তোমরা জেনেছ, এক সৎগুরু বাবাই আমাদের পবিত্র বানান । তাঁর শ্রীমৎ হলো, বাচ্চারা তোমরা এক আমার সাথে নিজের বুদ্ধিযোগ জোড়ো । তোমরা চাইলে সেই গুরুদের কাছেও যেতে পারো অথবা তোমরা আমার মতও অনুসরণ করতে পারো । তোমরা নিজেরা বিচার করো । তোমাদের এক এবং একমাত্র বাবা, টিচার এবং সৎগুরু । বেহদের বাবা সব মানুষ মাত্রই বলেন, আত্ম-অভিমানী হও ! দেবতারা সকলেই আত্ম-অভিমানী । এখানে কারও কাছে এই জ্ঞান নেই । সন্ন্যাসী বলে, যে আত্মা সেই পরমাত্মা ! আত্মা ব্রহ্মতত্বে লীন হয়ে যায় । এই ধরণের কথা শুনতে শুনতে তোমরা কত দুঃখী আর পতিত হয়ে গেছ । ভ্রষ্টাচারী পতিত তাদের বলা যায় যাদের বিকার দ্বারা জন্ম হয় । তারা রাবণরাজ্যে ভ্রষ্টাচারী কাজই করে । তারপর তোমাদের সুন্দর ফুলে রূপান্তরিত করতে বাবাকে আসতেই হয় । তিনি একমাত্র ভারতেই আসেন । বাবা বলেন, আমি তোমাদের জ্ঞান আর যোগ শেখাই । পাঁচ হাজার বছর আগেও এই জ্ঞান যোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম, আবারও একবার সেইরকম বানাচ্ছি ! আমি প্রতি কল্পেই আসি । এর কোনও আদি অন্ত নেই । চক্র ঘুরতেই থাকে । প্রলয়ের কোন প্রশ্নই নেই । তোমরা বাচ্চারা এই সময় জ্ঞানরত্নে তোমাদের ঝুলি ভরো । তারা বলে যে, এক শিববাবাই তাদের ঝুলি ভরে দেন । অর্থাত্ তিনি শঙ্খধ্বনি করে আমাদের ঝুলি পূর্ণ করেন । নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে । আত্মা সংস্কারে পূর্ণ । আত্মা পড়াশোনা ক'রে ইঞ্জিনিয়র, ব্যারিস্টার হয় । এখন তোমরা আত্মারা কি হবে ? তোমরা বলো, বাবার থেকে আমরা আমাদের উত্তরাধিকার নিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো । আত্মা অবশ্যই পুনর্জন্ম নেয় । এই সমস্ত বিষয়গুলো বুঝতে হবে । শুধু দুটো শব্দ তাদের কানে তুলে দাও - তোমরা আত্মা, শিববাবাকে স্মরণ করো, তবে স্বর্গের মালিকানা লাভ করবে । কত সহজ ! একমাত্র বাবাই সত্য, তিনি সকলের সৎগতি দাতা । বাকি সকলে মিথ্যা বলে দুর্গতি নিয়ে আসে । এই শাস্ত্র ইত্যাদি পরে রচিত হয়েছে । ভারতের শাস্ত্র একটাই, গীতা । লোকে বলে যে, তাদের স্মরণাতীত কাল যাবৎ গীতা আছে, কিন্তু কবে থেকে ? তারা মনে করে সৃষ্টি লাখ লাখ বছর ধরে চলছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যও মুখ্য সারঃ-

১) অবিনাশী জ্ঞানরত্ন ধারণ করে শঙ্খধ্বনি করতে হবে । সবাইকে এই জ্ঞানরত্ন দিতে হবে ।

২) সত্য আর অসত্যকে বুঝে সত্যমতে চলতে হবে । কোনরকম নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করোনা ।

বরদানঃ- এক বাবার স্মরণের দ্বারা একরস স্থিতির অনুভব করে সার স্বরূপ ভব

একরস স্থিতিতে থাকার সহজ বিধি হলো স্মরণ । এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় । যেমন বীজের মধ্যে সম্পূর্ণ বৃক্ষ প্রচ্ছন্ন থাকে । এইরকম বাবা হলেন বীজ, যাঁর মধ্যে সব সম্বন্ধের, সব প্রাপ্তির সার অন্তর্নিহিত আছে । এক বাবাকে স্মরণ করা অর্থাত্ সার স্বরূপ হওয়া । সুতরাং, এক এবং অদ্বিতীয় বাবার স্মরণ একরস স্থিতি বানায় । যারা এক সুখদাতা বাবার স্মরণে থাকে তাদের কাছে দুখতরঙ্গ কখনও আসতে পারেনা । তাদের স্বপ্নও আসে সুখের, খুশির, সেবার আর মিলন উদযাপনের ।

স্লোগানঃ- যারা শ্রেষ্ঠ আশার দীপক জাগিয়ে রাখে তারাই প্রকৃত কুল দীপক ।